

পরমেশ্বরেণ ভাব্যম্ । অত্র বিদ্বদনুভবোহপি প্রমাণমিত্যাহ, মনোরিতি ত্রিভিঃ ।
 অস্মৎ পিতুঃ পিতুঃ পিতামহ শ্রাদ্ধশ্চ । প্রহ্লাদবলী তদানীং শাস্ত্রানিব জ্ঞাতা গণিতৌ ।
 গদাভূতা পরমেশ্বরেণ কৃত্যমস্তি হৃদয়ে বহিরপি আবিভূয় এষাং মূহঃ কৃত্যসম্পাদনাং,
 তেন যৎকৃত্যং করণীয়ম্ তং তেষাস্তীত্যর্থঃ । তেষামেব তেন সহ কৃত্যমস্তি নান্যোষা-
 মিত্যর্থো বা । তদন্যাংস্তুনিন্দিতত্বেনাহ—মৃত্যোদৌহিত্যাদীন্ যেন প্রভৃতীন্
 ধর্মবিমোহিতান্ । গদাভূচ্ছদেন তন্মায়্য প্রসিদ্ধাং শ্রীবিষ্ণোরন্যত্র পরমেশ্বরত্বঃ বায়য়তি ।
 শ্রুতিমুক্তিবিদ্বদনুভবেষু । তং গদাভূতং বিশিনষ্টি বর্গেতি । বর্গোহত্র ত্রিবর্গ । স্বর্গো
 ধর্মশ্চ ফলম্ । অপবর্গো মোক্ষঃ । তেষামৈকাভ্যো নৈরূপ্যেণ সর্বাস্তর্গতেন হেতুনা ।
 তত্রাপি প্রায়েণ প্রচুরেণ হেতুনা । তদুক্তং স্বান্দে—বন্ধকোঃ ভবনাশেন ভবপাশাশ্চ
 মোচকঃ । কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥ ইতি । অথ ভজনশ্রদ্ধা যথা—
 যৎপাদসেবার্ভিকচিস্তপশ্বিনামশেষজন্মেপেচিৎমলং ধিয়ঃ । সত্ত্বঃক্ষিপোত্যবহমেধতী
 সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃত্য সরিৎ ॥ বিনিধূতাশেষ মনোমলঃ পুমানসঙ্গবিজ্ঞান-
 বিশেষবীৰ্য্যবান্ । যদজিয্মূলে কৃতকেতনঃ পুনর্ন সাংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপণ্ডতে ॥ ২০৫ ॥

পৃথু মহারাজ প্রজাবর্গকে কহিলেন—হে অর্হন্তমগণ অর্থাৎ পূজনীয়তম-
 গণ । কোন কোন শ্রুতির তাৎপর্য্য বিজ্ঞগণের মতে সর্বকর্মফলদাতারূপে
 শ্রুতি প্রতিপাদিত যজ্ঞপতি নামে পরমেশ্বর আছেন । সেই পরমেশ্বরের
 অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা মুনিগণের নানাপ্রকার মতভেদ থাকায় পরমেশ্বরের
 অস্তিত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না ; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—ঈশ্বরের সত্ত্বা
 না থাকিলে জগতের বিচিত্রতা ঘটিতে পারে না । এইজন্য অর্থাপত্তি প্রমাণ
 অবলম্বনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাইবার জন্ম বলেন—এই জগতে
 প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা ও অনুমান দ্বারা দৃষ্টজগতের মত
 পরলোকেও জ্যেৎস্নামতী অর্থাৎ কান্তিমতী ভোগভূমি এবং দেহ কোনস্থানে
 দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সর্বত্র দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়
 না । জগতের এই বিচিত্রতা—করিতে না করিতে ও অগ্রথা করিতে সমর্থ
 ঈশ্বরশক্তি ভিন্ন স্বয়ং সিদ্ধ হইতে পারে না । এস্থানের অভিপ্রায় এই—
 জড়ের জড়ীয় কর্মের অনুরূপ ফলদানের সামর্থ্য ঘটিতে পারে না । এইজন্য
 বেদান্তসূত্রেও উল্লেখ করা আছে—“ফলমত উপপত্তেঃ” পরমেশ্বর হইতে
 ফলপ্রাপ্তির সম্ভব হইতে পারে । আধুনিক দেবগণের কোনও স্বাতন্ত্র্য
 নাই । যেহেতু অন্তর্যামীর প্রেরণায় তাহারা কার্য্যক্রম হইয়া থাকে ।
 কর্মগত সাম্য থাকিলে ফলগত তারতম্য ঘটিতে পারে না । কোথায় দেখা
 যায়—কর্ম করিয়াছে কিন্তু ফলপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত । অতএব পরমেশ্বতন্ত্র
 পরমেশ্বর আছেন—এ বিষয়ে মহানুভবগণের অনুভবও প্রমাণরূপে উল্লেখ
 করিতেছেন । স্বায়ত্ত্ব মনু তৎপুত্র উত্তানপাদ মহারাজ তৎপুত্র মহারাজ